OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 75
Website: https://tirj.org.in, Page No. 635 - 645
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 635 - 645
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাঁওতালদের ধর্ম ও বর্তমান পরিস্থিতি : একটি সমীক্ষা

ড. দশরথ মুরমু
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ, সিউড়ী, বীরভূম
Email ID : dasarathmurmu1@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Santal, Indigenous Religion, Sarna Dharm, Sari Dharam, Nature Worship, Tribal Culture, Religious Identity, India, Animism, Cultural Preservation.

Abstract
This paper surveys the traditional religious beliefs and current challenges faced by the Santal community, one of the oldest and largest indigenous groups in South Asia. Deeply intertwined with nature, Santal religion emphasises the worship of natural elements and ancestors, with no idol worship or formal temples. Key deities like Marang Buru and Jaher Ayo represent the creative and nurturing forces of nature. The paper explores their vibrant festival calendar, which is intrinsically linked to agricultural cycles, reflects their gratitude towards nature. It then delves into the contemporary issues that impact Santal religious identity, along with the influence of Christianity and Hinduism, the ongoing demand for 'Sarna Dharm Code' recognition, and the pressures of urbanisation and modernity. The internal debate between 'Sarna' and 'Sari' as distinct religious identities is also discussed, highlights the community's struggle for self-preservation. Finally, the paper proposes solutions for the constitutional recognition, preservation, and academic study of Santal religion, advocates for cultural confidence among the youth and legal protection against religious discrimination.

Discussion

১. ভূমিকা : সাঁওতাল বা সান্তাল — এই নামটা যেন প্রকৃতির বুকে এক মুক্ত সুর, যা যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম প্রধান আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এঁরা অন্যতম। ভারতের বুকে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা আর আসামের শ্যামল প্রান্তরে এঁদের দেখা মেলে, পদচিহ্ন আজও খুঁজে পাওয়া যায়। এঁদের সংস্কৃতি যেন এক বহতা নদী, যেখানে ঐতিহ্যের সুর আর জীবনের ছন্দ মিলেমিশে একাকার। সাঁওতালদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। এঁদের মুখের ভাষা সাঁওতালী বা সান্তালি, এবং সেই ভাষাকে ধরে রাখার জন্য ব্যবহার করেন পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু-এর চমৎকার সৃষ্টি 'অলচিকি' নামের এক বিশেষ লিপি।

সাঁওতালদের জীবনযাপন ও বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত, এক কথায় প্রকৃতি-কেন্দ্রিক। এঁদের জীবনযাপন এবং বিশ্বাস যেন প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা পড়া গভীর প্রেমের কবিতা। প্রকৃতিকে এঁরা শুধু ভালোবাসেন না, পুজো করেন। প্রকৃতি মায়ের মধ্যেই বসবাস করে আছেন এঁদের সদাজাগ্রত ঈশ্বর ও দেবতারা। সমাজে

নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ বা বৈষম্য নেই। নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান মর্যাদা, সমান সম্মান। নারী-পুরুষ উভয়েরই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে জীবনধারণ করে থাকেন। পূর্বপুরুষদের স্মৃতি এবং সংস্কৃতিকে পরম যত্নে এঁরা আগলে রাখেন, অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। লালন করেন, যেন অমূল্য রতন। সাঁওতালদের ধর্ম আর জীবনদর্শন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এমন গভীরভাবে মিশে গেছে যে, এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। তাই তো এঁরা মনে করেন, প্রকৃতি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং এই বিশ্বাস প্রকাশ করেন ঐতিহ্যবাহী নাচ আর গানের মাধ্যমে।

সাঁওতালরা প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান দেবতাদের প্রতি গভীর ভক্তি রাখেন। গাছপালা, বন, নদী, পাহাড় — এই সবকিছুকেই দেব-দেবীজ্ঞানে পুজো করেন। এঁদের কাছে এই স্থানগুলো পবিত্র, যেন দেবতাদের নিজস্ব আবাস। প্রধান দেবতা 'মারাঙবুরু'-কে প্রকৃতি রূপেই এঁরা প্রত্যক্ষ করেন। 'মারাঙবুরু' প্রকৃতির আকারে পূজিত হন। কারণ, এরা জানে প্রকৃতি মা বাঁচিয়ে রাখার জন্য দরকারি সবকিছু যোগায়, সরবরাহ করে। প্রকৃতিই তো আসলে বাঁচিয়ে রাখে— বৃষ্টি দেয়, জল দেয়, বাতাস দেয়, জমি ও বন দিয়ে ভরিয়ে তোলে।

সাঁওতালরা মোট বারোটা 'পারিস' বা গোত্র বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রত্যেকটা গোত্র আবার কয়েকটা 'খুঁট' বা উপগোত্রে/ উপগোষ্ঠীতে ভাগ করা। আশ্চর্যজনক ভাবে, এই গোত্রগুলোর নাম রাখা হয়েছে চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে, যেমন বিভিন্ন জীবজন্তু, গাছপালা, ফুল, ফল বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক জিনিস, যেগুলো এঁদের পরিচয়ের প্রতীক ও ধর্মীয় চিহ্ন হিসেবে কাজ করে। এমনকি, এই গোত্রের নামগুলোই নামের টাইটেল বা পদবি হিসেবে ব্যবহার করেন। গোত্র তথা উপগোত্রগুলো ভীষণ পবিত্র। তাই নিজেদের গোত্রের প্রতীকের কোনো ক্ষতি করা পুরোপুরি নিষিদ্ধও বটে।

সাঁওতালদের জীবনের অনেকটা জুড়েই রয়েছে কৃষিকাজ বা চাষবাস। তাই এঁদের বেশিরভাগ উৎসবও এই কৃষিকাজকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। ধান প্রধান ফসল, আর উৎসবগুলো বাঁধা পড়েছে ধান চাষের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে— বীজ বোনা থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত। প্রত্যেকটা উৎসব যেন প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার এক একটা সুর। যেমন, বীজ বোনার সময় 'এরঃ সিম' উৎসবে মেতে ওঠেন, বীজ বোনার পরে 'হেরয়েড় সিম', ফসল কাটার সময় 'জান্থাড়' আর ফসল তোলার সময় অনেকক্ষেত্রে 'সহরাই' উৎসব পালন করেন। এই উৎসবগুলো এঁদের পরিশ্রমের ফল উদযাপন করবার এবং জীবন, পরিবার ও সমাজকে টিকিয়ে রাখবার জন্য প্রকৃতি মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর দুর্দান্ত সুযোগ। অর্থাৎ, এঁদের কাছে এই উৎসবগুলো শুধু আনন্দ-উল্লাসের উপলক্ষ নয়, বরং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর অন্যতম আন্তরিক উপায়।

এই প্রবন্ধে আমরা সাঁওতালদের ধর্মবিশ্বাসের গভীরে ডুব দিয়ে দেখব দিনের পর দিন সময়ের সাথে সাথে কীভাবে এঁদের সব জীবন্ত বিশ্বাসগুলো অল্প হলেও বদলে গেছে বা পাল্টে যাচ্ছে। আজকের দিনে সাঁওতাল ধর্মের অবস্থা কেমন, কী কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এঁরা যাচ্ছেন, সেই ছবিটাও তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সাঁওতালদের ঈশ্বর ও দেবতার ধারণা : সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে জীবনের রহস্য খোঁজার চেষ্টা করে এসেছে। আর এই রহস্য খোঁজার বা বোঝার একটা অন্যতম পথ হল ধর্ম। ধর্ম এক জটিল বিষয়, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা রূপ নিয়েছে, অনেক রূপ বদলও হয়েছে। কিছু ধর্ম উদয় হয়েছে, কালের কবলে অদৃশ্যও হয়ে গেছে, আবার কিছু হাজার হাজার বছর ধরে টিকেও আছে। এটা মানুষের সৃজনশীলতা, কল্পনা এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের এক উজ্জ্বল প্রমাণ। ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, যেখানে মানুষ এমন কিছুতে গভীর আস্থা রাখে যা হয়তো তাদের সাধারণ জ্ঞান বা যুক্তির বাইরে। বোধগম্যতা বা ব্যাখ্যার নাগালের বাইরে। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলোতে সাধারণত ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তির উপাসনা করা হয়, যা প্রায়শই প্রকৃতির শক্তি, মহাবিশ্বের রহস্য বা ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধধর্মের মতো বড় বড় ধর্মগুলোর কোটি কোটি অনুসারী রয়েছে, মানব সংস্কৃতি ও ইতিহাসে প্রভাবও দেখা যায়।

তবে, সাঁওতালদের নিজস্ব বিশ্বাস ব্যবস্থা রয়েছে, যা প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেন একে অপরের প্রতিচ্ছবি। এঁদের ধর্মীয় আচার বা কাজকর্ম এবং প্রতীকের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সম্মান করেন, রক্ষা করেন, যা এঁদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, টিকিয়ে রাখে। এই বিশ্বাস ব্যবস্থা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই, এই প্রবন্ধে আমরা

চেষ্টা করব প্রকৃতির সঙ্গে সাঁওতালদের কিছু ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতীকের ওপর উজ্জ্বল আলোর ছটা ফেলতে।

> "The Santals are non-idol worshipers. They have no temple, no images to stoop to, no holy books, no official founder of their religion and no regular worship services. Yet they hold a strong religious faith which is traceable through their festivals, cleansing ceremonies that are performed at the time of their birth and at death and through the tradition of their creation narrative.'' (Hembram 34)

অর্থাৎ, সাঁওতালরা মূর্তি বা প্রতিমা পুজারী নয়। এঁদের কোনো মন্দির নেই, কোনো মূর্তি নেই, নেই কোনো তথাকথিত লিখিত ধর্মগ্রন্থ, এঁদের ধর্মের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা নেই, কোনো নিয়মিত উপাসনার ব্যবস্থাও নেই। তবুও আছে শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাস, যা বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যুর সময় পালন করা শুদ্ধিকরণের অনুষ্ঠান এবং সৃষ্টি রহস্য নিয়ে প্রচলিত কাহিনির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

সাঁওতালদের ধর্মীয় বিশ্বাস তথাকথিত মূলধারার প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি থেকে অনেকটাই আলাদা। এঁরা এঁদের উৎসব, অনুষ্ঠান আর প্রচলিত কাহিনির মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। মানুষ-তৈরি কোনো বস্তুর মধ্যে এঁরা ঈশ্বরকে খোঁজেন না, বরং প্রকৃতিকেই পুজো করেন। গাছপালা, বন, নদী— এসবই এঁদের কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রকাশ।

সাঁওতালদের কাছে সবচেয়ে বড় দেবতা হলেন মারাঙবুরু, এমন এক ঐশ্বরিক শক্তি যা পুরো প্রকৃতিতে ছড়িয়ে আছে আর এঁদের প্রয়োজনীয় সবকিছু জোগায়। এঁদের এই বিশ্বাস বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে, বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতি মায়ের শক্তির গুরুত্ব স্বীকার করে। যখন দুর্যোগ আর বিপদ নেমে আসে, সাঁওতালরা মনে করেন এটা মারাঙবুরুর অসন্তোষের লক্ষণ, এঁরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের ভারসাম্য এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তাই এঁদের প্রকৃতি পূজার দর্শনে সবকিছুর মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়। মানুষ হিসেবে এঁরা প্রকৃতির বিশাল ব্যবস্থার একটা অংশ, এটা এঁরা মেনে চলেন।

সাঁওতালদের ধর্ম আর বিশ্বাস প্রকৃতির ওপর এমনভাবে গেঁথে আছে যেন প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। এঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় দর্শন প্রকৃতির উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। নদী, পাহাড় এবং বনের মতো প্রাকৃতিক জিনিস এঁদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এঁরা চাষাবাদ এবং মাছ ধরার দৌলতে নদীর গুরুত্ব বোঝেন, আর বন ও পাহাড়কে গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন, যা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ সরবরাহ করে। ঐতিহ্যবাহী জীবনযাপন, সংস্কৃতি আর ইতিহাসের সঙ্গে এঁদের ধর্ম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এঁরা যেহেতু প্রকৃতির উপাসক, তাই মূর্তি বা মানুষের তৈরি করা কোনো জিনিসকে পূজা করবার ধারণা পরিহার করেন, পরিবর্তে প্রকৃতিকে নিজেদের জীবনের প্রকাশ হিসাবে দেখেন। প্রকৃতিই এঁদের জীবনের সবকিছু।

> "Sin Bonga da boge bonga le metai kana: angayet ay ayupet ay, seton abon kanai, aree da abon kana. Uni da herel, ar uni ren ara da ninde chando ar gidre takin da epilko." (Horkoren Mare Hapramko, 204)

অর্থাৎ, এঁরা সূর্যকে কল্যাণময় বোঙ্গা (দেবতা) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এই সূর্য সকাল, রাত, বৃষ্টি ও আলোর মূল কারণ। তিনি স্বামী, তাঁর স্ত্রী চাঁদ। সন্তান আকাশের তারাসমূহ। এইভাবে সাঁওতাল সমাজে ঐতিহাসিকভাবে প্রাকৃতিক ঘটনার অর্থ ও তাৎপর্য চমৎকারভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে সূর্যকে দেবতা হিসেবে দেখা হয়, যা প্রাকৃতিক বিশ্বকে গভীরভাবে বুঝতে পারার সদিচ্ছাকে প্রতিফলিত করে।

সূর্যের মধ্যে এঁরা কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য আরোপ করেন, আখ্যান কাঠামো তৈরি করেন যা দিন ও রাত্রির চক্র, ঋতু পরিবর্তন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে। অর্থাৎ, সূর্যের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্ষমতার কারণ খুঁজে বের করেন, আর গল্পের মতো তৈরি করেন যা দিন-রাত্রির চক্র, ঋতুর পরিবর্তন সহ আরও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে। এঁদের বিশ্বদৃষ্টি প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বরিক নিয়ম কাজ করে এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। সূর্যের উপর মানবীয় গুণাবলী আরোপ করেন। সূর্যকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার উৎস হিসেবে দেখা হয়, যেমন সকাল, রাত, বৃষ্টি, আলো। সূর্যের

সঙ্গে অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুর পারিবারিক সম্পর্কের কথাও এঁরা বলেন, যেখানে চাঁদ হলেন সূর্যের স্ত্রী, আর তারারা হলো চাঁদ ও সূর্যের সন্তান। তাই, এঁদের বিশ্বদৃষ্টিতে প্রকৃতি মা কে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং ঐশ্বরিক কার্য হিসাবে দেখা হয়। জীবন ও জীবিকার উৎস হিসেবে সূর্যের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়।

আরও কয়েকজন রহস্যময় চিরন্তন সত্তা আছেন। এই ঐশ্বরিক সত্তাগুলোর মধ্যে মারাঙ বুরু, জাহের আয়ো এবং গোসাই এরা প্রধান। মারাং বুরু রক্ষাকর্তা ঈশ্বর, যাঁর নামের আক্ষরিক মানে হলো মহান পর্বত/ পাহাড়। “মারাঙ” শব্দের অর্থ বিশাল বা মহান, আর ‘বুরু’ মানে হল পাহাড়, যা প্রকৃতির বিশালতা এবং শক্তির প্রতীক। জাহের আয়ো হলেন কল্যাণময়ী নারীশ্বর, তিনি ভালো ফসল আনা থেকে শুরু করে গবাদি পশুর মহামারী থেকে রক্ষা করবার জন্যও পূজিত হন। গোসাই এরা হলেন পারিবারিক নারী দেবতা, তিনি ফোঁড়া বা বসন্ত রোগ সারানোর জন্য সম্মানিত হন। তাঁকে খুশি করবার জন্য একটা সাদা মুরগি উৎসর্গ করা হয়। পাশাপাশি, আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বরিক সত্তা আছেন।

সাঁওতালদের উপাসনা জাহের থানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

> “Two of the tallest trees standing side by side are thought to be the abodes of *Maran Buru*, the national spirit of the Santals, and of his female consort *Jaher Budhi*, the old Lady of the Sacred Grove.” (Culshaw 80)

সহজ করে বললে, সাঁওতালদের জাহের থানে অন্তর্গত দুটো শাল গাছকে মারাং বুরু এবং জাহের বুডহির বা জাহের আয়োর আবাসস্থল বলে মনে করা হয় এবং সেইজন্য গাছ দুটো ভীষণ পবিত্র। আরও বোঙ্গা রয়েছেন। যেমন, ‘মোড়েকোতুরুইকোবোঙ্গা’ ‘পারগানা বোঙ্গা’ ‘মাঞ্ঝিহাড়ামবোঙ্গা’ এবং ‘আবগেবোঙ্গা’। আবার, সিমা বোংগা, ডাডি বোংগা, বির বোংগা, বুরু বোংগা ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু মন্দ শক্তি বা অপদেবতার অস্তিত্বেও এঁরা বিশ্বাসী।

২. সাঁওতাল ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য : প্রকৃতির সুরে বাঁধা জীবন : সাঁওতালদের ধর্মের কোনো লিখিত রূপ নেই, তবুও এটি সুসংগঠিত ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সুসংগঠিত জীবনদর্শন। এঁদের জীবনের ছন্দে প্রতিটি উপাদানের মধ্যে মিশে আছে প্রকৃতি, সমাজ, আত্মা এবং পূর্ব-পুরুষদের অমোচনীয় স্মৃতি। সাঁওতালদের ধর্ম প্রচলিত তথাকথিত মূলধারার উপাসনা পদ্ধতি থেকে অনেকটাই আলাদা। এঁরা প্রকৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। এঁদের উৎসব, শুদ্ধিকরণের অনুষ্ঠান ও সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনিতে সেই শ্রদ্ধার সুর স্পষ্ট। মানুষ-তৈরি কোনো মূর্তি বা প্রতিমার মধ্যে এঁরা ঈশ্বরকে খোঁজেন না, পরিবর্তে প্রকৃতিকেই পুজো করেন। গাছপালা, বন, নদী— এসবই এঁদের কাছে ঈশ্বরের আসল প্রকাশ।

২.১. বঁগা বা দেবতায় বিশ্বাস : প্রকৃতির অলৌকিক শক্তি : সাঁওতাল ধর্মে ‘বঁগা’ বলতে বোঝানো হয় সেই রহস্যময় ঐশ্বরিক শক্তিকে, যা প্রকৃতির মধ্যে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, প্রকৃতির চূড়ান্ত প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করে। সাঁওতালরা প্রকৃতির নানা উৎসকে সম্মান করেন, পুজো করেন, এবং নাচ, গান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানান। সাঁওতালরা মূর্তি বা প্রতিমা পুজারী নন। এঁদের কোনো মন্দির নেই, কোনো মূর্তি নেই, কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, ধর্মের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা নেই এবং নিয়মিত উপাসনার ব্যবস্থাও নেই। তবুও এঁদের শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাস আছে, যা বিভিন্ন উৎসব, জন্ম-মৃত্যুর সময় করা শুদ্ধিকরণের অনুষ্ঠান ও সৃষ্টির রহস্য নিয়ে প্রচলিত ঐতিহ্যপূর্ণ কাহিনির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

অর্থাৎ, সাঁওতাল ধর্মে ‘বঁগা’ বলতে বোঝানো হয় অদৃশ্য ঐশ্বরিক শক্তি, যারা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ঈশ্বর, দেবতা এবং অপদেবতা উভয়ের অস্তিত্বেই এঁরা বিশ্বাসী। ঈশ্বর এবং দেবতারা হলেন সেইসব রহস্যময় চিরন্তন উপকারী সত্তা, যারা পরিবার তথা গোটা সমাজের ভালো করেন। গ্রামের রক্ষা করা, ফসলের সুরক্ষা দেওয়া এবং জলাশয়ের তত্ত্বাবধান করা কাজ। অপকারী দেবতা রুষ্ট হলে মানুষের জীবনে রোগ, কষ্ট ও দুর্ভাগ্য নিয়ে আসতে পারে। সাঁওতালরা এঁদের শান্ত করবার জন্য বিশেষ বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান ও উৎসর্গ প্রদান করে থাকেন।

২.২. মারাং বুরু ও জাহের আয়ো: দুই মহাশক্তির বন্দনা : সাঁওতাল ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুই ঐশ্বরিক শক্তি হলেন মারাং বুরুও জাহের আয়ো।

- **মারাং বুরু :** হলেন প্রধান দেবতা, এমন শক্তি যা সমগ্র প্রকৃতিতে বিরাজ করে এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা ও ন্যায়বিচারক। সাঁওতালরা মনে করেন, তিনি পর্বতের প্রতীক এবং প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। তাঁর পূজা সাধারণত 'জাহের থান'-এ করা হয়, যেটা একটা পবিত্র স্থান।
- **জাহের আয়ো :** তিনি নারীশক্তির প্রতীক এবং 'বনের মা' হিসেবে পরিচিত। তিনি সুরক্ষা, উর্বরতা ও নারীর মর্যাদার রক্ষাকর্ত্রী।

সাঁওতাল ধর্মে এই দুই মহাশক্তির ধারণা ও বন্দনা থেকেও বোঝা যায়, এঁদের সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান গুরুত্ব রয়েছে।

২.৩. উৎসব ও আচার : প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ : সাঁওতালদের জীবনে উৎসবের বিশেষ স্থান রয়েছে। প্রবাদ আছে, 'বারো মাসে তেরো পার্বণ', আর এই প্রবাদ সাঁওতালদের ক্ষেত্রে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সারা বছর জুড়েই এঁদের সমাজে লেগে থাকে নানান সব আনন্দময় উৎসবের মেলা। এই উৎসবগুলো শুধু আনন্দ-উল্লাস নয়, সামাজিক জীবনের পথচলার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। যেন জীবনের রংতুলি দিয়ে আঁকা ছন্দময় ছবি।

তবে উৎসব তো কেবলই উপলক্ষ, এর গভীরে লুকিয়ে থাকে গভীর বিশ্বাস আর ভক্তি। সাঁওতালরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, প্রতিটি উৎসবের মূলে রয়েছে মনের নানা ইচ্ছা পূরণের আকুতি। সেই ইচ্ছা পূরণের আশায় দেব-দেবীর চরণে এঁরা নিবেদন করেন পূজা ও আরাধনা। উৎসবের এই আনন্দময় আবহের মধ্যে খুঁজে পান নিজেদের আশ্রয়, খুঁজে পান জীবনের কঠিন পথ চলার পাথেয়।

যাইহোক, সাঁওতালদের ধর্মীয় জীবন মূলত উৎসবকেন্দ্রিক। উৎসবগুলো প্রকৃতি, কৃষি এবং সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। চাষবাস বা কৃষিকাজে জড়িত থাকার কারণে, সাঁওতালদের বেশিরভাগ উৎসব কৃষি বছরকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। ধানচাষী হওয়ার কারণে, এঁদের উৎসবগুলো ধানচাষ কেন্দ্রিক - বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত। প্রতিটি উৎসব প্রকৃতি এবং কৃষির সাথে এঁদের সম্পর্কের অনন্য প্রকাশ। প্রত্যেকটা উৎসব যেন প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার এক একটা সুর। যেমন -

- **মাঘ বঙ্গা :** বছরের শুরুতে পূর্বপুরুষ ও দেবতাদের স্মরণ করে এই উৎসব পালন করা হয়।
- **বাহা পরব :** বসন্তকালে এই উৎসবে সাধারণত নতুন শাল ফুলের পূজা করা হয়। তরুণ-তরুণীরা একসঙ্গে নাচে-গানে অংশ নেয়, আর এটা ভালোবাসা আর বন্ধুত্বের প্রতীকও।
- **কারাম পরব :** এই উৎসবে করম গাছের ডাল এনে পূজা করা হয়। এটা প্রধানত কৃষি উৎসব, তবে ভাই-বোনের মধ্যে ভালোবাসা ও মঙ্গল কামনার উৎসবও বটে।
- **এরোক সিম ও হেরইয়েড় সিম :** বীজ বোনার সময় এঁরা 'এরোক সিম' উৎসবে আনন্দ করেন, বীজ বোনার পরে 'হেরইয়েড় সিম',
- **জান্থাড় ও সহরাই :** ফসল কাটার সময় 'জান্থাড়' আর ফসল তোলার পর অনেক জায়গায় 'সহরাই' পালিত হয়। সহরাই উৎসবে গরু-বাছুর সমেত গৃহপালিত পশুদের পূজা করা হয়। সাঁওতালরা ঘরবাড়ি পরিষ্কার করেন, চিরাচরিত আল্পনা তৈরি করেন আর গতানুগতিক নাচ-গানের মাধ্যমে টানা পাঁচ দিন ধরে আনন্দ করেন।

এই উৎসব বা পরবগুলো এঁদের পরিশ্রমের ফল উদযাপন করবার এবং জীবন, পরিবার ও সম্প্রদায়কে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর চমৎকার সুযোগ। এইগুলো শুধু আনন্দ-উল্লাসের উপলক্ষ নয়, প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর আন্তরিক উপায়। সাঁওতালদের উৎসবগুলো ধর্মীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আর অনেকটা এর মাধ্যমেই সমাজের ঐক্য বজায় থাকে এবং প্রকৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এঁরা।

৩. বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয় রূপান্তর ও ধর্ম সংকট : ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা : সাঁওতাল ধর্ম যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির পূজা এবং সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জীবনযাপনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু আধুনিকতা এবং অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস ব্যবস্থায় কিছু জটিল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো সাঁওতাল সমাজের সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে ধর্মীয় পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করছে, তা আমরা এই অংশে আলোচনা করব।

৩.১. খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব: নতুন বিশ্বাসের হাতছানি : ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় মিশনারিরা ভারতের আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে ধর্মপ্রচারে আসেন। অনেক জায়গায় বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে ধর্মান্তরের পথ খুলে দেন।

- এই ধর্মান্তর অনেক সময় স্বেচ্ছায় হলেও, শিক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া সাঁওতালদের কাছে খ্রিষ্টধর্ম ‘উন্নত সংস্কৃতি’র প্রতীক হিসেবে প্রচারিত হয়।
- ফলে, বহু সাঁওতাল খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক পরিচয়ের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে ঐতিহ্যবাহী উৎসব, যেমন বাহা বা সহরাই, পালন করা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সাঁওতাল তথা আদিবাসী পরিচয় ধীরে ধীরে হ্রাস/ ক্ষীণ হতে থাকে।

৩.২. সারনা ধর্মের স্বীকৃতির দাবি : পরিচয়ের খোঁজে সংগ্রাম : ভারতের সংবিধানে প্রধান ধর্মগুলো (যেমন - হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন) ছাড়া আদিবাসীদের ধর্মের জন্য আলাদা করে কোনো স্বীকৃতি নেই। ২০১১ সালের জনগণনায় ‘Others’ বা ‘অন্য’ বিভাগে সাঁওতালদের নাম লেখাতে বাধ্য করা হয়।

- এর প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশাসহ বিভিন্ন রাজ্যে ‘সারনা ধর্ম কোড’ স্বীকৃতির দাবিতে বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়েছে।
- সারনা ধর্মকে আদিবাসী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিলে আলাদা ধর্মীয় পরিচয় সংরক্ষিত থাকবে।
- এটা সাংবিধানিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জাতিগত মর্যাদার প্রশ্ন। বর্তমানে অনেক রাজ্য সরকার সারনা কোড প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছে, তবে তা এখনও কার্যকর হয়নি।

৩.৩. নগরায়ণ ও আধুনিকতার চাপ: শিকড় থেকে দূরে? : নতুন প্রজন্মের অনেক সাঁওতাল শহরে কাজ বা পড়াশোনার জন্য চলে যান। সেখানে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিবেশে বেড়ে ওঠেন।

- শহুরে সমাজে আদিবাসী ধর্মকে ‘অসভ্য’, ‘প্রাচীন’ বা ‘অবৈজ্ঞানিক’ বলে ব্যঙ্গ করার প্রবণতাও মাঝে মধ্যে দেখা যায়।
- ফলে, অনেক সাঁওতাল তরুণ-তরুণী নিজের ধর্ম পরিচয় গোপন করেন বা বদলে ফেলেন।
- এছাড়া মোবাইল, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া— এসবের প্রভাবে সমাজে প্রচলিত আচার, গান, নৃত্য ইত্যাদির গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।
- ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো কমে আসছে, আর অনেক সময় তা শুধুই প্রতীকী হিসেবে রয়ে যাচ্ছে।

এই প্রভাবগুলোর কারণে সাঁওতালদের ধর্মীয় জীবন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আর সমাজে নিজেদের পরিচয় নিয়ে সংকট তৈরি হচ্ছে।

৪. সারি ও সারনা ধর্ম : অভ্যন্তরীণ বিতর্ক ও সম্ভাব্য সমাধান : সাঁওতালদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দুটি শব্দ বেশি আলোচনায় উঠে এসেছে— সারনা ও সারি। যদিও উভয়ই আদিবাসী সমাজে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা প্রাকৃতিক ধর্মপন্থার অংশ, তবুও বর্তমানে এই দুইয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা, বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

৪.১. সারনা ধর্ম কী? : 'সারনা' শব্দটা মূলত ছোটনাগপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছত্রছায়াই আবির্ভূত সাধারণ ধর্মীয় ধারণা, যা প্রকৃতি-উপাসনা, জাহের থান (Sacred Grove), আত্মা-বিশ্বাস, পূর্বপুরুষ-পূজা এবং সামাজিক সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অনেক সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও ও মাহালি আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের ধর্মকে 'সারনা' নামে চিহ্নিত করেন। সারনা ধর্ম অনুসারে, প্রকৃতিই সবকিছু, এবং তাই গাছের পূজা, পাহাড়-নদীর পূজা এঁদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৪.২. সারি ধরম কী : নিজস্বতার পথে অন্বেষণ : সাঁওতালদের একটি অংশ দাবি করেন, তাঁদের ধর্মের আসল নাম হল 'সারি ধরম'। 'সারি' শব্দটির মানে 'সত্য' — অর্থাৎ সত্য পথে জীবনযাপন, যা ঈশ্বর বা দেবতাদের পূজার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সারি ধরম বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, সাঁওতালদের ধর্ম 'সারি', যা একেবারে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব। তাঁদের মতে, সারি ধরম সাঁওতালদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক উভয়ই।

যাইহোক, সাঁওতাল জাতির ধর্মবিশ্বাস এক গভীর জীবনবোধের বাস্তব প্রকাশ, যা প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি। লেখক বিমল মুরমু তাঁর 'সারি সহরায়' পুস্তকে লিখেছেন যে, সাঁওতালরা প্রতি মুহূর্তে সূর্যকে স্মরণ করে, যাকে 'সিংচাঁন্দো' বা সিংবোঙ্গা নামে ডাকে। সাঁওতালদের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু হল 'জাহের থান' ও 'মাঞ্জহি থানে', যেখানে সূর্য ও পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তির আরাধনা করা হয়। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন, এই দুই শক্তির উপস্থিতিতেই ফসলের সৃষ্টি হয়, যা জীবনের ধ্রুব সত্য। আর এই সত্যের প্রতীক হিসেবেই উক্ত থানগুলোতে ধিরি অর্থাৎ পাথর স্থাপন করা হয়। আমন ধান কাটার বা ওঠার পরই 'সোহরায়' বা 'সারি সহরায়' উৎসব পালন করে, যা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আন্তরিক রূপ।

লেখক বিমল মুরমু আবার লিখেছেন, - সাঁওতালদের ধর্মের নাম 'সারি ধরম', যদিও কিছু মানুষ একে 'সারনা ধরম' -ও বলে থাকেন। 'সারি' শব্দের অর্থ সত্য, আর 'সারনা' শব্দটি এসেছে 'সারিন্ (সত্য) + আঃ (তাহা) = সারিনাঃ' থেকে। এই সারিনাঃ থেকেই সারনা শব্দটির উৎপত্তি। সাঁওতালরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই সারি ও সারনা শব্দ দুটি ব্যবহার করে আসছেন, কারণ উভয়ের অর্থ একই - সত্য। তাই 'সারি ধরম' মানে সত্যের ধর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জম সিম বিন্তী'। সাঁওতালদের বিশ্বাস, সত্য ছাড়া ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এবং সত্য শাশ্বত হওয়ায় তাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। সম্ভবত সেই কারণেই তাদের সমাজে কোনো অবতার বা ধর্মগুরুর আবির্ভাব দেখা যায়নি। সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং 'মারাং বুরু' যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাই তাদের কাছে চিরন্তন সত্য।

তবে, সারি মূলত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্ম হলেও, ওঁরাও, মুণ্ডা, মাহালি, খাড়িয়া, হো-সহ আরও অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় সারনা ধর্মাবলম্বী। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, দেশের ১১ কোটি আদিবাসীর মধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ সারনা ধর্মে বিশ্বাসী। জল, জঙ্গল, জমি এঁদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এবং আরাধ্য। সারনা ধর্মের অনুসারীরা প্রকৃতির পূজারি। এঁরা চান, সেনসাস বা আদমশুমারিতে এঁদের জন্য পৃথক ধর্মীয় পরিচিতি থাকুক এবং ধর্মের জন্য নির্দিষ্ট কোড দেওয়া হোক। এই দাবিকে সামনে রেখে সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনও শুরু হয়েছে।

বিবিসি বাংলার কলকাতা প্রতিনিধি অমিতাভ ভট্টশালী জানিয়েছেন, ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের বিধানসভায় সম্প্রতি আদিবাসী সমাজের জন্য পৃথক ধর্মের স্বীকৃতি চেয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এই ধর্মের নাম দেওয়া হয়েছে সারনা। যদিও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মাচরণের রীতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়, তবে মূলত এঁরা প্রকৃতি পূজারী। আদিবাসী সমাজের দাবি, আগে জনগণনার সময় এঁরা নিজেদের ধর্ম উল্লেখ করার সুযোগ পেতেন, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এঁরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য হন।

তবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বা আরএসএস মনে করে, আদিবাসী সমাজ আসলে সনাতন হিন্দু ধর্মেরই অনুসারী। এর বিপরীতে আদিবাসী সমাজের ধর্মগুরু বন্ধন টিগ্গা বলেছেন যে, হাজার হাজার বছর ধরে এঁরা যে ধর্ম পালন করেন, তা আসলে প্রকৃতির আরাধনা। তিনি বলেন, "ভারতে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন

আর বৌদ্ধ - এই ছয়টি ধর্ম দিয়েই জনগণনার সময় নাগরিকদের পরিচিতি নথিভুক্ত করা হয়। কিন্তু আমরা তপশীলভুক্ত জনজাতি, অর্থাৎ আদিবাসীরাও তো ভারতের বাসিন্দা। আমাদের কেন কোনও ধর্মীয় পরিচিতি লেখা থাকবে না? আমরা তো প্রকৃতির পূজারী - যে ধর্মের নাম সার্না।" তিনি আরও জানান, আগামী জনগণনায় যাতে পৃথক সার্না ধর্ম উল্লেখ করার সুযোগ থাকে, সেটাই আদিবাসী সমাজের প্রধান দাবি।

বন্ধন টিগ্গা আরও ব্যাখ্যা করেন, "যারা ভগবান ধর্মেশ, সিংবোঙ্গা, হিল্লা মারাংবুরুর উপাসনা করে, তারাই সার্না ধর্মাবলম্বী। সার্নার আরেক নাম হল সৃষ্টি। জল, বায়ু, অগ্নি, ভূমি এবং আকাশ - এই পাঁচটি মূল উপাদানের মাধ্যমে যে সৃষ্টি, তারই উপাসক আমরা।" তিনি জানান, সারনা শব্দটি ওঁরাও জনজাতির মানুষ ব্যবহার করেন, তবে সাঁওতাল, হো, মুন্ডারি ইত্যাদি জনজাতির ভাষায় উপাসনাস্থলের আলাদা নাম আছে। যে উপাসনাস্থলে প্রকৃতিরূপী ভগবানকে আদিবাসী মানুষ অনুভব করেন, সেটাই সারনা। হিন্দুত্ববাদীরা অবশ্য মনে করেন না যে আদিবাসীদের পৃথক কোনও ধর্ম আছে; এঁরা মনে করেন, আদিবাসীরা হিন্দু ধর্মেরই অংশ।

৪.৩. দ্বন্দ্বের কারণ : পরিচয়ের গভীরে ভিন্ন সুর :

- **পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যবোধ :** অনেক সাঁওতাল মনে করেন, 'সারনা' বহুধর্মীয় ধারণা, যা সাঁওতাল ধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে মুছে দিচ্ছে। এঁরা নিজেদের ধর্মের জন্য আলাদা বিশেষ পরিচিতি চান।
- **ভোটের রাজনীতি ও ধর্মীয় কোডের দাবি :** সম্প্রতি 'সারনা ধর্ম কোড'-এর জন্য আন্দোলনের সময় বহু সাঁওতাল 'সারি ধরম'-এর স্বীকৃতির পক্ষেও সোচ্চার হন, আওয়াজ তোলেন। এঁদের মতে, সারি ধরমের স্বীকৃতি না পেলে সাঁওতাল জাতির সংস্কৃতি হারিয়ে যেতে পারে।
- **আঞ্চলিক ভিন্নতা :** ঝাড়খণ্ডে 'সারনা' প্রচলিত বা জনপ্রিয় হলেও, পশ্চিমবঙ্গে বহু সাঁওতাল নিজেদের ধর্মকে 'সারি' নামেই পরিচয় দিতে চান।

৪.৪. সম্ভাব্য সমাধান : ঐক্যের পথে আলোর দিশা : এই দ্বন্দ্ব থেকে গঠনমূলক সমাধানে পৌঁছাতে গেলে কিছু দিক বিবেচনায় আনা যেতে পারে -

- **পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংলাপ :** সারনা ও সারি উভয় মতের ধারকদের মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন— এঁদের বোঝা উচিত যে দুটো পথই আদিবাসী বিশ্বাস আর সংস্কৃতির অংশ, একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা নয়। সম্মিলনে এগোতে হবে, একসাথে চলতে হবে।
- **'আদিবাসী ধর্ম' নামে যৌথ ছত্রছায়া :** অনেকে প্রস্তাব করেছেন যে, 'আদিবাসী ধর্ম' নামে সমন্বিত শব্দ ব্যবহার করে সমস্ত আদিবাসী ধর্মকে এক ছাতার নিচে আনা যেতে পারে, যেখানে সারি ও সারনা উভয়েরই স্বীকৃতি থাকবে।
- **সরকারি স্বীকৃতির সময় বিকল্প শব্দের ব্যবহারে সতর্কতা :** সরকার যখন ধর্মীয় কোডের স্বীকৃতি দেয়, তখন উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বিভাজন এড়ানো দরকার। যাতে ভাষার জন্য কোনো বিভেদ তৈরি না হয়।
- **সাংস্কৃতিক আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা :** তরুণ প্রজন্ম যেন নিজেদের ধর্ম, উৎসব, আচার ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারে, তার জন্য স্থানীয়ভাবে শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। নিজেদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানলে এদের মনে গর্ব জন্মাবে।

সুতরাং, সারনা বনাম সারি বিতর্ক আদিবাসী সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার ইঙ্গিত দেয়। একে দ্বন্দ্ব না ভেবে আত্ম-অন্বেষণের পথ হিসেবে গ্রহণ করলে আদিবাসী সমাজের সাংগঠনিক শক্তি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

৫. উপসংহার ও প্রস্তাবনা : পরিচয়ের সংকট ও উত্তরণের পথ : সাঁওতালদের ধর্ম এঁদের সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ধর্ম গড়ে উঠেছে প্রকৃতির পূজা, পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা আর সমাজের সাথে মিলেমিশে থাকার ওপর ভিত্তি করে। এটা কেবল কিছু নিয়মকানুন নয়, জীবনকে উপলব্ধি করবার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি— যেখানে মানুষ, প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ ও আত্মার মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা এবং সহাবস্থানের সম্পর্ক বিদ্যমান। সাঁওতালদের ধর্ম আর জীবনদর্শন চারপাশের প্রকৃতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। তাই এঁরা মনে করেন, চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এঁদের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অংশ, আর এই বিশ্বাস প্রকাশিত হয় ঐতিহ্যবাহী নাচ আর গানের মধ্য দিয়ে।

সাঁওতালদের ধর্ম শুধু কিছু রীতিনীতির সমষ্টি নয়; পরিপূর্ণ জীবনধারা, যেখানে প্রকৃতি, পূর্বপুরুষ, সমাজ এবং উৎসব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ঐতিহ্যগতভাবে এই ধর্ম চলে আসছে মুখে মুখে, নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। এই ধর্মে অহিংসা, পারস্পরিক সম্মান, উৎসবের আনন্দ, সমবায় ও সমানাধিকারের ধারণাগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সাঁওতাল ধর্ম নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আধুনিকতার প্রভাব, অন্যান্য ধর্মের অনুপ্রবেশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাস ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এর ফলে এঁদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে।

একদিকে যেমন খ্রিস্টান ধর্মে ব্যাপক ধর্মান্তর সমাজে বিভক্তির সৃষ্টি করছে, তেমনি অন্যদিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাংস্কৃতিক প্রভাব সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম ও রীতিনীতিকে ধীরে ধীরে মুছে দিচ্ছে। সরকারি নথিতে এখনও পর্যন্ত স্বতন্ত্র সাঁওতাল বা আদিবাসী ধর্মের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। এর ফলে অনেক সাঁওতাল কখনও হিন্দু, কখনও খ্রিস্টান, আবার কখনও নামেমাত্র সারি বা সারনা পরিচয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই প্রেক্ষাপটে সারনা বনাম সারি ধর্মের মধ্যে বিতর্ক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। একদিকে সারনা কোডের জন্য বিভিন্ন সংগঠন লড়াই করছে, অপরদিকে সাঁওতাল সমাজের একটি বৃহৎ অংশ সারি ধরমকে পৃথক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দাবি জানাচ্ছেন। এতে সমাজের মধ্যেই বিভাজন আরো প্রকট হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পেশ করা যেতে পারে -

- **সারনা এবং সারি ধর্মের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা :** বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে সরকার বাহাদুরের উচিত (এখন আপাতত) 'সারনা ধর্ম কোড' এবং 'সারি ধর্ম কোড'কে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা, যাতে আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিজেদের আলাদা ধর্মীয় পরিচয়ে গর্বিত হতে পারে এবং জনগণনায় নিজেদের ধর্ম সঠিক ভাবে উল্লেখ করতে পারে। এর মাধ্যমে ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকার এঁদের সুরক্ষিত হবে।
- **সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা চালু করা :** বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠ্যক্রম ব্যাপকভাবে চালু করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি গবেষণা, সেমিনার, ও লোকজ সংস্কৃতি সংগ্রহের মাধ্যমে সাঁওতাল ধর্মকে একাডেমিক চর্চার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে এই ধর্মের তাৎপর্য ও গভীরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- **তরুণ প্রজন্মকে সচেতন ও উৎসাহিত করা :** সাঁওতাল তরুণদের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরতে স্থানীয় ভাষায় নাটক, গান, মেলা ও গল্প বলার আয়োজন করা দরকার। এর মাধ্যমে এঁরা নিজেদের শিকড় সম্পর্কে আগ্রহী হবেন এবং গর্ববোধ করবেন।
- **ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন ও মিডিয়া উদ্যোগ গ্রহণ করা :** সাঁওতাল ধর্মের আচার, উৎসব, গান, পূজা-পদ্ধতি, ও চন্দ্র-সূর্য ভিত্তিক ক্যালেন্ডারকে ভিডিও, ফটোগ্রাফি, ডকুমেন্টারি আকারে সংরক্ষণ এবং প্রচার করা প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ধর্মীয় জ্ঞানকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা সম্ভব।

- **ধর্মীয় সহনশীলতা ও সাংস্কৃতিক অধিকারের রক্ষা :** অন্যান্য ধর্ম বা গোষ্ঠীর দ্বারা আদিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন বা অপমান বন্ধ করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন। সাঁওতাল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই দায়িত্ব।
- **স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ের জন্য আইনি ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি :** আদিবাসী সমাজের ধর্মকে স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য পৃথক 'ট্রাইবাল রিলিজিয়ন কোড' প্রয়োজন।
- **সারনা বনাম সারি ধর্মীয় বিভাজন এড়িয়ে সংলাপ প্রতিষ্ঠা :** পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আলোচনার মাধ্যমে এই বিভেদ দূর করতে খুব দ্রুত ঐক্যবদ্ধ সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- **ধর্মান্তরের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি :** খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাবে যারা ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ধর্মীয় চেতনা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস চালানো উচিত।
- **হিন্দু সংস্কৃতির আগ্রাসন মোকাবিলায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা :** হিন্দু উৎসবে কম যোগদান দিয়ে নিজস্ব বাহা, সোহরাই, কারাম প্রভৃতি উৎসবকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
- **গ্রামভিত্তিক ধর্মগুরুর মর্যাদা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা :** পারগানা, নায়কে, গাড়েত, দিসোম নায়কে প্রভৃতি নেতাদের ভূমিকা সংরক্ষণ ও মান্যতা দিতে হবে।
- **শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা :** প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে সাঁওতাল ধর্ম, রীতিনীতি ও দর্শন যুক্ত করতে হবে।
- **নিজস্ব ভাষায় ধর্মীয় পাঠ্য ও সাহিত্য নির্মাণ :** অলচিকি লিপিতে ধর্মচর্চা ও ইতিহাস রচনার মাধ্যমে নিজস্ব আত্মপরিচয় গড়ে তুলতে হবে।
- **ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসার করা :** বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থাগুলিতে আদিবাসী ধর্ম ও দর্শন নিয়ে বিভাগ ও গবেষণা প্রকল্প গড়ে তোলা দরকার।
- **ধর্মনিরপেক্ষতার অভ্যন্তরীণ মডেল চর্চা করা :** গ্রামীণ সাঁওতাল সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার যে চর্চা আছে, তা রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।
- **আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে আদিবাসী ধর্মচর্চার প্রতিনিধিত্ব :** UN, UNESCO প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে সান্তাল তথা আদিবাসী ধর্মের পরিচয় ও অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া উচিত।

এই প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলে সাঁওতাল ধর্ম কেবল অস্তিত্ব-সংকটাপন্ন বিশ্বাস ব্যবস্থা হিসেবে নয়, শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য হিসেবে সমাজে স্থান করে নিতে পারবে। সাঁওতাল ধর্ম বাঁচলে কেবল একটি সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি রক্ষা পাবে না, ভারতীয় সভ্যতার বহুত্ববাদ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রকৃত স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

উপসংহার : সাঁওতালদের ধর্মের বর্তমান পরিস্থিতি বহুমাত্রিক সংকটের ইঙ্গিত দেয়— যেখানে আছে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা/অস্পষ্টতা, সামাজিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক অবমূল্যায়ন। তবে এই সংকটের মধ্যেই নিহিত আছে নতুন আত্মপরিচয় নির্মাণের সম্ভাবনা। সারনা বনাম সারি বিভাজনের পরিবর্তে প্রয়োজন আলোচনাসম্মত ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে শক্তিশালী আদিবাসী আত্মপরিচয় গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে সরকার, শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষক ও সমাজের ভূমিকা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আত্মবিশ্বাসী চর্চাই হতে পারে সাঁওতাল সমাজের ভবিষ্যতের দিশা।

Bibliography:

Culshaw, W. J. *Tribal Heritage – A Study of the Santals*. Gyan Publishing House, 1949
Hembram, P. C. *Sari-Sarna (Santhal Religion)*. Mittal Publications, 1988
Hembram, T. *The Santals Anthropological-Theological Reflections on Santali and Biblical Creation Traditions*. Punthi Pustak, 1996
Hokoren Mare Hapram Ko Reak Katha. Narrated by Kolean Guru, compiled by L. O. Skrefsrud. Kherwal Tarao Akhra, Sriguru Press, 2007
Mukherjea, Charulal. *The Santals*. A. Mukherjea & Co. Private Ltd., 1962

Murmu, D. *Ecology and Tribal Communities: A Philosophical Analysis with Special Reference to Santal*. Doctoral dissertation, Visva-Bharati, 2024

Bhattasali, Amitabha. "সারনা ধর্ম: ভারতের আদিবাসীদের নতুন এই ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে সরকারের ওপর চাপ". *BBC News বাংলা*, BBC, 9 Dec. 2020, https://www.bbc.com/bengali/news-55259564

'সাঁওতাল জাতির ধর্ম', *Adibasi News*, 31 Oct. 2016, https://adibasinews.wordpress.com/2016/10/31/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE/